MAY 31 2001

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ
পৃষ্ঠা

## কেমন চলছে মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড-৩

# মন্ত্রণালয়ের শো'কজের জবাবে বোর্ড চেয়ারম্যানের গোঁজামিল

**আহমদ সেলিম রেজা** ॥ বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের দুর্নীতি ও অনিয়মের খবর সম্পর্কে শিক্ষা মন্ত্রণালয় অবহিত। ইতোমধ্যে মন্ত্রণালয় থেকে নবনিযুক্ত চেয়ারম্যানকে একটি শোকজ নোটিশও দেয়া হয়েছে। মাত্র ৮ মাস চেয়ারম্যানশিপের দায়িত্বে নিয়োজিত থেকে শোকজ পাওয়ার বিষয়টিও বোর্ডের দুর্নীতি ও অনিয়মের ক্ষেত্রে নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। তিনি মন্ত্রণালয়ের শোকজের জবাবে নতুন মাদ্রাসার মঞ্জুরি প্রদান, নতুন নতুন কেন্দ্র প্রদান এবং গাড়ী ক্রয়-বিক্রয়সহ বোর্ডের মালামাল ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে দুর্নীতি ও অনিয়মকে আড়াল করে যে প্রতিবেদন দাখিল করেছেন, তা-ও উল্লেখ করার মত। সেখানে তিনি বোর্ডের রুটিন ওয়ার্ক যথা সিডি ও ডিডি নিয়মিত ব্যাংকে জমা হচ্ছে কি হচ্ছে না, টেন্ডার কমিটিতে ইউনিয়নের প্রতিনিধিত্ব থাকবে কি থাকবে না, গোডাউনের মধ্যে ব্যবহারযোগ্য কিংবা অযোগ্য মালামাল কি পরিমাণ রয়েছে, মুদ্রণ

২-এর পৃঃ ৭-এর কঃ দেখুন

## কেমন চলছে মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড-৩

৮-এর পৃষ্ঠার পর

কাজের ওয়ার্ক অর্ডার কে পাচ্ছে, কে পাচ্ছে না, রেজিস্ট্রেশন বিভাগ ভুয়া কোন রেজিস্ট্রেশন কার্ড ইস্যু করছে কি করছে না, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ বিভাগ যথাযথভাবে এডমিট ইস্যু করছে কি করছে না ইত্যাদি রুটিন ওয়ার্ক বোর্ডের স্বাভাবিক নিয়মে চলতে না দিয়ে প্রতিটি ক্ষেত্রে নিজের আধিপত্য প্রতিষ্ঠাকে নিজের সাফল্য হিসেবে মন্ত্রণালয়ের কাছে তুলে ধরেছেন। নকলপ্রবণ হিসেবে বাতিলকৃত কেন্দ্রসহ একই বছর ২০টি নতুন কেন্দ্র অনুমোদনকেও তিনি সাফল্য হিসেবেই বিবেচনা করছেন। গাড়ী ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে দুর্নীতির সুনির্দিষ্ট অভিযোগ প্রসঙ্গে তিনি মন্ত্রণালয়কে বোর্ডের শায়ত্তশাসন ও অর্ডিন্যান্স সম্পর্কে জ্ঞান দিয়ে কিভাবে জমি ক্রয় খাত থেকে টাকা গ্রহণ করেছেন, তার ব্যাখ্যা করেছেন। তবে প্রস্তাবিত বাজেটে কেন গাড়ী ক্রয় করা হল না তা ব্যাখ্যা করেননি। গাড়ী ক্রয়ে দুর্নীতির অভিযোগ সম্পর্কে তিনি টেন্ডার কমিটিতে কারিগরি বিশেষজ্ঞ অন্তর্ভুক্ত সর্বসম্মতিক্রমে গাড়ী ক্রয় করার কথা বলেছেন। কিন্তু বলেননি ১৬ লাখ ৩০ হাজার টাকার গাড়ীর দাম ২৮ লাখ ২৫ হাজার হল কিভাবে? তিনি মন্ত্রণালয়কে এটাও জানাননি যে, গাড়ী ক্রয়ের ক্ষেত্রে বাজেট প্রক্রিয়াধীন থাকা অবস্থায় মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন ব্যতীত কিভাবে গাড়ী ক্রয় হল এবং বাজেটের অতিরিক্ত ১০ লাখ টাকা ভূমি অধিগ্রহণ/ক্রয় তহবিল থেকে মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন ব্যতীত কিভাবে উত্তোলন করা হল- তারও কোন ব্যাখ্যা দেয়া হয়নি। গাড়ী ক্রয় এবং বিক্রয়ের ক্ষেত্রে একদিনের ব্যবধানে টেন্ডার আহ্বান, টেন্ডার দাখিলের পরপরই টেন্ডার কমিটি সভা এবং একই দিন অর্থ কমিটির সভায় তা অনুমোদনের রহস্য কি- তারও কোন ব্যাখ্যা নেই তাতে। এছাড়া টেন্ডার সিডিউলের শর্ত মোতাবেক জামানতের টাকা, আয়কর ও ভ্যাট কর্তন ছাড়াই কেন গাড়ী হস্তান্তরের পরের দিনই পেমেন্টের পুরো টাকা পার্টিকে একসাথে হস্তান্তর করা হল- চেয়ারম্যান মহোদয় মন্ত্রণালয়কে তারও কোন ব্যাখ্যা দিতে পারেননি। কার্যত চেয়ারম্যান সাহেবের কাছে এসবের কোন ব্যাখ্যা নেই। লেনদেনের কোন ব্যাখ্যা অফিসিয়ালি থাকার কথাও নয়। বোর্ডের পুরাতন গাড়ী বিক্রি ও তা টেন্ডারদাতার যোগসাজশে ক্রয়ের ক্ষেত্রেও তিনি নীরব। বিষয়গুলো মন্ত্রণালয় যথাযথভাবে তদন্ত করে মাদ্রাসা বোর্ডের তহবিল যেন পদাধিকার বলে কেউ তছরুপ করতে না পারে তার প্রতি মন্ত্রণালয় লক্ষ্য রাখবে- এটাই জনগণের প্রত্যাশা। তাছাড়া চলতি বছর এবতেদায়ী মাদ্রাসার ছাত্ররা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশ সত্ত্বেও এবার নতুন পাঠ্য বই পেল না কেন? সর্বশেষ সিদ্ধান্ত মোতাবেক পুরোনো বইয়ের সাথে বাংলাদেশের ইতিহাস সম্বলিত ডিউপার্ট মুদ্রণ করে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে তা বিতরণ করতে বোর্ড ব্যর্থ হল কেন- এসব বিষয়ও মন্ত্রণালয়ের তদন্তের আওতায় আনা হবে বলে অভিভাবকরা আশা করেন। চেয়ারম্যান গাড়ী ক্রয়-বিক্রয়সহ আর্থিক লাভের বিষয়গুলোতে অতি দ্রুত সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রে নজির স্থাপন করতে পারলেও পাঠ্য বই কিংবা ডিউপার্ট মুদ্রণের ক্ষেত্রে সফলতা না পাওয়ার বিষয়টি রহস্যময় বলেই সংশ্লিষ্ট জনেরা অভিযোগ করেছেন। এসব বিষয়েও দুর্নীতি ও অনিয়মের নতুন অধ্যায়ের সৃষ্টি করেছেন মাদ্রাসা বোর্ডের নবনিযুক্ত চেয়ারম্যান।

**বোর্ডের প্রতিবাদ ও প্রতিবেদকের বক্তব্য**

কেমন চলছে মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড-১ প্রতিবেদনের প্রতিবাদ পাঠিয়েছেন মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের রেজিস্ট্রার আবদুল হামিদ মোল্লা ও পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক মোঃ মতিউর রহমান। উক্ত প্রতিবাদপত্রে উল্লেখ করা হয় যে, "২০০১ সালের চলতি আলিম, ফাযিল ও কামিল পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী ১৭ হাজার পরীক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত এবং অনেকেই এডমিট কার্ড পায়নি মর্মে যে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে তা ভিত্তিহীন ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। তারপরের প্যারাতেই বলা হচ্ছে প্রকৃত ঘটনা হল ১ হাজার ৭৯৮ জন আলিম, ফাযিল ও কামিল পরীক্ষার্থীর বিভিন্ন প্রকার ত্রুটি ও অসঙ্গতির দরুন রেজিস্ট্রেশন ও এডমিট কার্ড প্রদান করা হয়নি। পরবর্তীতে পুনরায় যাচাই করে দেখার উদ্দেশ্যে ১ হাজার ৭৯৮ জন পরীক্ষার্থীকে শর্তসাপেক্ষে মাদ্রাসা প্রধানের কাছ থেকে মুচলেকা নিয়ে এডমিট ইস্যু করা হয়েছে মাত্র।"

প্রতিবেদকের বক্তব্য

প্রতিবেদনে উল্লিখিত পরীক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ যে অনিশ্চিত এবং অনেকের এডমিট কার্ড না পাওয়ার তথ্যটি যে ঠিক তা বোর্ডের কর্মকর্তাদের বক্তব্যের মাধ্যমেও প্রমাণিত হয়েছে। তারা শুধু ১৭ হাজারের মধ্যে ১ হাজার ৭৯৮ জনের বিষয়টি অফিসিয়ালি স্বীকার করেছেন। বোর্ডের পরিবেশিত তথ্যকেই সঠিক হিসেবে ধরে নিয়ে বোর্ড কর্তৃপক্ষের কাছে প্রশ্ন, পরীক্ষার একদিন আগে আন্দোলনের মুখে বোর্ড কর্তৃপক্ষকে ১ হাজার ৭৯৮টি এডমিট ইস্যু করতে হল কেন? কেন মুচলেকা নেয়ার প্রয়োজন হল- বোর্ডের এসব কাজ তদারকিতে চেয়ারম্যানসহ সংশ্লিষ্ট সকল বিভাগ ব্যর্থ হল কেন? বোর্ডের দেয়া রেজিস্ট্রেশন ফেক হয় কিভাবে? আর ফেক রেজিঃ চেকিংয়ের নামে এ পর্যন্ত কত টাকা চেয়ারম্যান মহোদয়ের মনোনীত লোকদের পেছনে বোর্ডের তহবিল থেকে খরচ করা হয়েছে? তারপরও ১ হাজার ৭৯৮ জনের পরীক্ষা দেয়ার ক্ষেত্রে এই প্রতিবন্ধকতা তৈরী হল কেন? বোর্ডের রেজিস্ট্রেশন বিভাগ, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ বিভাগ আছে কি জন্য? এসব

পরীক্ষার্থীর ফলাফল প্রকাশের ক্ষেত্রে বোর্ড কর্তৃপক্ষ কি ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন তা কিন্তু উল্লেখ করতে পারেননি। তবে নতুন চেয়ারম্যান মহোদয়ের আমলে দাখিল পরীক্ষায় ১৩ হাজার পরীক্ষার্থীর ফলাফল স্থগিত রয়েছে তার উল্লেখ করা হয়েছে প্রতিবেদনে।